দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

17

শিক্ষাঙ্গন

সরকারী বনাম বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা

আমি একজন বেসরকরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় ৯ (নয়) হাজারের উপর এই রকম বিদ্যালয় আছে। ১৯৭২ সাল থেকে এই স্কুলগুলো স্থানীয় লোকজনের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যাঁদের শিক্ষকতার বয়স ১৫—১৮ বছর হয়ে গেছে। জীবনের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো চলে গেছে। অসংখ্য শিক্ষকের চাকরির বয়স শেষ হয়ে অবহেলায় পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। গত বছর থেকে সরকার বেসরকারী রেজিস্টারপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের জন্য মাসে পাঁচশ' টাকার ভাতা ব্যবস্থা করেন। তিন মাস অন্তর ১৫শ' টাকা করে শিক্ষকরা পেয়ে আসছেন; এদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সরকারী পর্যায় যত রকমের আদেশ-নির্দেশ কার্যক্রম যেমনঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেই বই পড়ানো হয়, যেই নিয়ম-নীতি প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, এক কথায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যা যা করে, সব রকম বেসরকারী বিদ্যালয় সেই রকম করে আসছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, সরকারী শিক্ষকরা মাস শেষে ২/৩ হাজার টাকা, তার চেয়ে বেশী বেতন পেয়ে সারা মাসের পরিশ্রমের ফল ভোগ করেন। অথচ বেসরকারী শিক্ষকরা তিন মাস অন্তর ১৫শ' টাকা ভাতা পান। এই কেমন মানবতাহীন কথা। ৪০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক (বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা)-রা মনে হয় স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নিলে তাঁদের দুঃখ লাঘব হবে। এছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। শান্তিপ্রিয় এই ৪০ হাজার শিক্ষকের সম্মানজনকভাবে বাঁচার তাগিদে স্কুলগুলো সরকারী করে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথ সুগম করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। —মানিক লাল নাথ।